দৈনিক ইনকিলাব

21 JUL 1992

তারিখ 21 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

21 JUL 1992

03

শিক্ষাঙ্গন

জেলা সদরের মহিলা কলেজগুলোকে সর্বাগ্রে জাতীয়করণ করার আবেদন

সম্প্রতি বর্তমান সরকার প্রতিটি উপজেলায় একটি কলেজ ও একটি বালিকা বিদ্যালয় জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এ থেকে শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তবে আমাদের মতে, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজের শিক্ষার দিকে সর্বাগ্রে লক্ষ্য দেয়া উচিত। আমরা যদি বিশ্বাস করি "একজন নারী শিক্ষিত হলে একটি পরিবার শিক্ষিত হয়" বা "আমাকে একজন ভাল মা দিন আমি একটি ভাল জাতি দিব"। তাহলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্তত জেলা পর্যায়ের মহিলা কলেজসমূহকে সর্বাগ্রে জাতীয়করণ করা উচিত।

বর্তমানে জেলা পর্যায়ে যে সমস্ত সরকারী কলেজ রয়েছে সেগুলোতে সহশিক্ষা বিদ্যমান।

তাই, জেলা সদরের মহিলা কলেজগুলোকে সরকারীকরণ করা হলে শিক্ষার সুযোগ ও মান দুটোই বৃদ্ধি পাবে এবং ছাত্রীরা নিরাপদে পড়াশোনা করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, মৌলভীবাজার জেলা সদরে মৌলভীবাজার মহিলা কলেজ ১৯৮৫ ইং সনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। জেলার একমাত্র মহিলা মহাবিদ্যালয় হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৬/৭ বছর যাবৎ সুনামের সহিত পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু, নানাবিধ অসুবিধা ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাই, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, অনতিবিলম্বে মৌলভীবাজার মহিলা কলেজসহ জেলা সদরের সকল মহিলা কলেজকে জাতীয়করণ করা হোক।

—পারভীন নাহার আক্তার চৌধুরী (লুসি)

এইচএসসি পরীক্ষার অর্থনীতির একটি প্রশ্ন

চলতি বছরে (১৯৯২) কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার অর্থনীতি বিষয়ের ২য় পত্রের ৮ম প্রশ্নটি হচ্ছেঃ "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনপথের গুরুত্ব কি? এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের নৌ-পরিবহনের সমস্যাগুলি উল্লেখ কর।" সম্মানিত কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিনীত জিজ্ঞাসাঃ 'জনপথের গুরুত্ব' প্রসঙ্গে 'নৌ-পরিবহনের সমস্যাগুলি' উল্লেখ করতে বলা কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে?

আশা করি, সম্মানিত কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তলিয়ে দেখবেন এবং কোনো বিভ্রান্ত পরীক্ষার্থী যদি উল্লিখিত প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটি দৃষ্টি তার উত্তরপত্রে জনপথের (হাইওয়ে) পরিবর্তে জলপথের (ওয়াটারওয়ে) গুরুত্ব লিখে থাকে তাহলে তাকেও যাতে যথোচিত নম্বর দেয়া হয় তা নিশ্চিত করবেন।

—জনৈক অভিভাবক।

প্রসঙ্গঃ সাজেশান

আজকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে অনেকটা হতাশ হতে হয়। অনেক ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে তাদের নিজস্ব পাঠ্য পুস্তক পড়া থেকে বিরত থেকে পরীক্ষার পূর্বে বাজারে বহুল প্রচারিত বিভিন্ন নামের মুষ্টিমেয় প্রশ্ন সম্ভিত সাজেশানগুলো সংগ্রহ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, পরীক্ষার হল থেকে ফিরে তারা দেখে সাজেশানের প্রায় প্রশ্নই কমন পড়েনি। তখন নিজেরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যার দরুন সামনের দিকের পরীক্ষাগুলো খারাপ করতে থাকে। তাই, সাজেশান ভিত্তিক লেখাপড়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা বাজারে প্রচলিত সাজেশানগুলো অনুকরণ-অনুসরণ না করে নিজস্ব সাজেশানসহ পাঠ্যপুস্তকগুলো ভাল করে অধ্যয়ন করবেন, যাতে করে ভাল ফলাফলের প্রত্যাশী হতে পারেন।

—মোঃ মাহবুবুল ইসলাম সোহেল